

এ সপ্তাহের খুৎবা- (৫)

আকাশ মালিক

(বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলের রেকর্ডকৃত বক্তব্য অবলম্বনে)

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌পাক রাব্বুল আলামীনের যিনি আমাদেরকে কাফির-কুফ্ফার, ইহুদী, নাসারাদের ঘরে জন্ম না দিয়ে, সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে, ধর্ম-গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ ধর্ম-গ্রন্থ আল-কোরআন দিয়ে, নবী কুলের শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মত বানিয়ে, সকল জাতীর শ্রেষ্ঠ জাতী মুসলমানের ঘরে জন্ম দিয়েছেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মক্কায় থাকাকালীন সময়ে কাফের মুশরিকেরা নবীজীকে আজগুবি-সব প্রশ্ন করতো। তারা প্রশ্ন করতো, আল্লাহ্ কিভাবে মানুষ সৃষ্টি করেন? আল্লাহ বলেন-

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

(আল্লাহ্) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত দিয়ে। (সূরা আল-আলাক, আয়াত ২)

مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ

‘নুৎফা’ শুক্র-কীট থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা আবাসা, আয়াত ১৯)

From Nutfah (male and female semen drops) He created him.

সূরা আল-মুরসালাতে আল্লাহ্ আরো বলেন-

আয়াত (২০) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?

Did We not create you from a worthless water (semen)?

(২১) তারপর আমি তা রেখেছি সংরক্ষিত আঁধারে।

(২২) এক নিদ্রিষ্টকাল পর্যন্ত।

(২৩) অতঃপর আমি পরিমিত আকারে সৃষ্টি করেছি, আমি কত সক্ষম স্রষ্টা।

সূরা ‘আল্ কিয়ামাহ্’ এর ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ প্রশ্ন করেন-

সে কি স্থলিত বীর্ষ ছিলনা?

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُُمْنَىٰ

Was he not a Nutfah (mixed male and female discharge of semen) poured forth?

নির্বোধ কাফের মুশরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মানব সৃষ্টির বর্ণনা কোরআনের বহু যায়গায় আল্লাহ্‌পাক দিয়েছেন। কোরআনের অন্য সূরায় আল্লাহ বলেন-

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن

طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ

তিনি মানব সৃষ্টির সূচনা করেন কাদা-মাটি দিয়ে-

তারপর মানুষের বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। (সূরা-সেজদাহ্, আয়াত ৭/৮)

خُلِقَ مِن مَّاءٍ ذَافِقٍ

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তড়িৎ-বেগে বেরিয়ে আসা (পানি) বীর্ষ (Ejaculated semen) থেকে। (সূরা-আত্-তারিক, আয়াত ৬)

সন্দেহবাদীরা প্রশ্ন করে ‘তুচ্ছ না-পাক পানির নির্যাস থেকে’ অথবা ‘তড়িৎ-বেগে বেরিয়ে আসা বীর্ষ’ থেকে কি নবী মোহাম্মদের (দঃ) জন্ম হয় নাই, অথবা কাফের আজরের ‘তুচ্ছ না-পাক পানির নির্যাস থেকে’ কি পয়গাম্মর ইব্রাহীমের (আঃ) জন্ম হয় নাই? -নাউজুবিল্লাহিমিন জালিক। আল্লাহপাক এ সমস্ত না-ফরমানী কুফরী প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকার জন্যে কোরআনে নিষেধ দিয়েছেন।

- মানুষ আল্লাহকে তাঁর কাজের জন্যে প্রশ্ন করতে পারবেনা, কিন্তু মানুষকে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আম্বীয়া, আয়াত ২৩)

He cannot be questioned as to what He does, while they will be questioned.

বাংলাদেশের এরকম একজন সন্দেহবাদী নাস্তিক আরজ আলী মাতুব্বর একশো একটি প্রশ্ন করে একখানি বই লিখেছে। সে প্রশ্ন করে, ‘কেনান শহরে হজরত নুহ্ (আঃ) নৌকা থেকে বেরিয়ে, হেটে হেটে একজোড়া কেঁচো (Earthworm) কিভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো’? অজ্ঞান অবিশ্বাসীরা আল্লাহর কুদরতী শক্তি কোনদিনই বুঝতে সক্ষম হবেনা। কাফের মুশরিকেরা হজরত জাকারিয়াকে (আঃ) ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে, হজরত মরিয়মকে (আঃ) অস্বতীর বদনাম দিয়েছে। তারা বলতো ‘বৃদ্ধ জাকারিয়া তাঁর উপাসনাগারে সুন্দরী কিশোরী মরিয়মের সাথে রতি-ক্রীয়া করেছেন’। আসল ঘটনাটি আল্লাহপাক কোরআনের সূরা ‘মরিয়ম’ এ তার বন্ধু মোহাম্মদের (আঃ) কাছে বর্ণনা করেছেন এভাবে- (আয়াত ২-১২)

২) তোমার প্রভু তাঁর বান্দা জাকারিয়ার প্রতি কি দয়া করেছিলেন, এ তারই বিবরণ।

৩) স্মরণ করো, জাকারিয়া তাঁর প্রভুকে গোপনে মৃদু-সুরে ডাকলেন-

- ৪) বল্লেন, হে প্রভু- আমার ভেতরের হাড়-গোড় জিরজিরে ভাৰাবনত হয়ে গেছে। বার্থকোর কারনে মাথার সকল চুল সাদা হয়ে গেছে। প্রভু, আমিতো কোনদিন তোমার কাছে নিরাশ হইনি।
- ৫) (আমার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়) ‘আমার স-গোত্রকে ভয় হয় মৃত্যুর পরে, আর আমার স্ত্রী একজন বক্ষ্যা, আপনি আমাকে একজন পুত্র-সন্তান দান করুন-
- ৬) ‘যে আমার স্থলাভিসিক্ত হবে আর ইয়াকুব বংশের উত্তরাধিকারী হবে। প্রভু তুমি তাকে সন্তোষভাজন বানিয়ে’।
- ৭) (আল্লাহ বল্লেন) ‘হে জাকারিয়া, তোমাকে একটি পুত্র-সন্তানের সু-সংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহিয়া (John), এর আগে কাউকে তার নামধর বানাইনি’।
- ৮) সে বল্লো, হে প্রভু ’ কেমন করে আমার সন্তান হবে, আমার স্ত্রী একজন বক্ষ্যা, আর আমিও বার্থকোর শেষ সীমায় এসে গেছি’!
- ৯) সে (ফেরেস্তা) বল্লো- এমনটাই হবে যেমন তুমি ভাবছো, তোমার প্রভু বলেছেন ‘এটা আমার জন্যে অতি সহজ ব্যাপার, আমিতো তোমাকে এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলেনা’।
- ১০) জাকারিয়া বল্লেন ‘প্রভু আমার জন্যে একটি নিদর্শন স্থাপন করো’। তিনি বল্লেন ‘তোমার জন্যে নিদর্শন হচ্ছে, তুমি তিন দিন সুস্থ অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলবেনা’।
- ১১) অতঃপর তিনি উপাসনার কামরা থেকে বেরিয়ে এসে তার লোকদের কাছে ইশারায় ঘোষণা দিলেন, সকাল সন্ধ্যা প্রভুর মহীমা কীর্তন করো।
- ১২) তাকে (শিশু ইয়াহিয়াকে) বলা হলো ‘হে ইয়াহিয়া, (John) শক্ত হাতে তাওরাত (Torah) ধরো’। আর আমি তাকে শিশু-কালেই জ্ঞান দান করেছিলাম।

অবিশ্বাসী অজ্ঞানেরা কিভাবে বুঝবে আল্লাহর কুদরত? তাদের জ্ঞানতো খুবই সীমিত। সূরা আল ইমরানে আল্লাহ আরো বলেন-

إِذْ قَالَتْ

আয়াত ৩৫-৪৭

أَمْرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۗ

৩৫) ইমরানের স্ত্রী যখন বল্লো ‘হে আমার প্রভু, আমার গর্ভে যা আছে, আমি তাকে তোমার সেবায় মানত করলাম, সুতরাং তাকে গ্রহন করো, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্ব-জ্ঞাত।

৩৬) তারপর সে যখন প্রসব করলো, সে বল্লো ‘প্রভু আমি এক কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুত সে কি প্রসব করেছে আল্লাহ্ তা ভাল জানেন। আর বেটাছেলে মেয়েছেলের মতো নয়। আমি তার নাম রাখলাম মরিয়ম। আর তাকে ও তার সন্তানদেরকে শয়তানের হাত থেকে নিরাপদে তোমার আশ্রয়ে রাখলাম’।

৩৭) প্রভু তাকে খুশিতে গ্রহন করলেন এবং তাকে (মরিয়মকে) সুন্দর থেকে আরো সুন্দরতম করলেন। আর (ইমরানের স্ত্রী) তাকে (তার কন্যা মরিয়মকে) জাকারিয়ায় আশ্রয়ে (উপাসনাগারে) সমর্পন করলেন। জাকারিয়া যখনই মরিয়মের উপাসনাস্থলে প্রবেশ করতেন, দেখতেন মরিয়মের সামনে কিছু খাদ্য। জাকারিয়া জিজ্ঞেস করতেন ‘মরিয়ম এ খাদ্য কোথা থেকে এলো’? মরিয়ম বলতেন ‘আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছে করেন বে-হিসেব রিজেক দান করেন’।

৩৮) সঙ্গে সঙ্গে জাকারিয়া আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেন ‘প্রভু, তোমার কাছ থেকে আমাকে একটি ছেলে-সন্তান দান করো। নিঃসন্দেহে তুমি প্রার্থনার শ্রোতা’।

৩৯) যখন তিনি তার কামরায় নামাজে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন ফেরেস্‌তারা তাঁকে ডেকে বল্লেন ‘আল্লাহ্‌ তোমাকে ইয়াহিয়া সম্পর্কে সু-সংবাদ দিচ্ছেন, যিনি নবী হয়ে আসবেন আল্লাহ্‌র বাণীর সত্যতা প্রমাণ করতে, তিনি হবেন সংকর্শীল, নেতা ও তিনি কোন মেয়েলোকের সংস্পর্শে আসবেন না।

৪০) তিনি বল্লেন ‘আমার প্রভু, কোথা থেকে আমার ছেলে হবে, আমার বয়সতো বার্ষিকের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে আর আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা’। তিনি বল্লেন- ‘এমনিই- আল্লাহ্‌ যা চান তাই করেন’।

৪১) তিনি বল্লেন ‘আমার প্রভু, আমার জন্যে একটি নিদর্শন স্থাপন করো’। তিনি বল্লেন- ‘তোমার জন্যে নিদর্শন হচ্ছে, তুমি তিন দিন সুস্থ অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলবেনা শুধু ইশারাতে ছাড়া, আর বেশী করে তোমার প্রভুর জিকির করো সকাল-সন্ধ্যায়’।

৪২) (হে মুহাম্মদ) আর স্মরণ করো ফেরেস্‌তারা বল্লেন ‘হে মরিয়ম, আল্লাহ্‌ তোমাকে নির্বাচন করেছেন আর তোমাকে পবিত্র করেছেন, আর তোমাকে জগতের সকল নারীর ওপর মর্যাদা দিয়েছেন’।

৪৩) হে মরিয়ম, তোমার প্রভুর অনুগত থাকো আর সেজদা রুকু করো সেজদা রুকুকারীদের মতো।

৪৪) এ হলো গায়েবী সংবাদ যা আমি তোমার কাছে পাঠাই। তোমাকে কে পালন করবে এ নিয়ে তারা যখন প্রতিযোগীতা করতো ঝগড়া করতো, তুমিতো তখন ছিলেনা।

৪৫) (হে মুহাম্মদ) স্মরণ করো ফেরেস্‌তারা বল্লেন ‘হে মরিয়ম আল্লাহ্‌ তোমাকে একটি (সন্তানের) সু-সংবাদ দিচ্ছেন, তিনি হবেন মসীহ্‌ ঈসা ইবনে মরিয়ম, দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মানীত ও আল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন।

৪৬) তিনি কথা বলবেন শিশুকালে দোলনায় ও বার্ষিকাকালে, আর তিনি সু-কর্মীদের অন্যতম’।

৪৭) তিনি বল্লেন ‘কোথা থেকে আমার ছেলে হবে যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি?’ তিনি বল্লেন ‘এমনিই- আল্লাহ্ যা চান তা’ই করেন। তিনি যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু বলেন, “হুও” আর তা হয়ে যায়’।

হজরত মরিয়ম যে স্ত্রী ছিলেন তার পুনরোল্লেখ করে আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কোরআনে ঘটনাটির যে বর্ণনা দেন তার সার-সংক্ষেপ হলো-

হে মুহাম্মদ (দঃ) এই কিতাবে মরিয়মের ঘটনা বর্ণনা করো। সেদিন সম্পূর্ণ মানুষ রূপে জিব্রাইল এসে মরিয়মকে তার পুত্র-সন্তান হওয়ার সংবাদ দিলেন। মরিয়ম বল্লেন ‘কোথা থেকে আমার ছেলে হবে যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি আর আমি অ-স্ত্রীও নই’। জিব্রাইল ফেরেস্তা বল্লেন ‘তোমার প্রভুর জন্যে এ খুবই সহজ কাজ’। অতঃপর মরিয়ম অন্তঃসূত্রা হলেন। সন্তান গর্ভে নিয়ে তিনি অনেক দূরে চলে গেলেন। প্রসব বেদনায় একটি খেজুর গাছের নীচে আশ্রয় নিলেন এবং বল্লেন ‘হায় ! আমি যদি এখনই মরে যেতাম, আর মানুষ আমাকে ভুলে যেতো। তখনই তাঁর নীচ থেকে আওয়াজ আসলো ‘হে মরিয়ম, দুঃখ করোনা, তোমার প্রভু তোমার নীচ দিয়ে পানির ঝর্ণা তৈরী করে দিয়েছেন। খেজুর গাজের গুড়িতে ধাক্কা দাও, পাকা ঝকঝকে খেজুর তোমার কাছে পড়বে। সুতরাং খাও আর পান করো। আর যদি কোন মানুষ তোমার নিকটে আসে তুমি বলো ‘আমি রোজা রেখেছি, কারো সাথে কথা বলবোনা’। তারপর মরিয়ম তার শিশুকে নিয়ে যখন তার আত্মীয়ের কাছে আসলেন, মানুষ বল্লো ‘হে হারুনের ভগিনী মরিয়ম, এতো বড় অঘটন তুমি ঘটালে? তোমার বাবাতো ব্যভিচারী ছিলেন না আর তোমার মা’ও ছিলেন না কোন অ-স্ত্রী’। মরিয়ম শিশুর দিকে ইশারা করলেন। তারা বল্লো ‘দোলনার শিশুকে কি জিজ্ঞাসা করবো’? শিশু ঈসা বলে উঠলেন ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাকে কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসুল’। এ হলো নবী ঈসার জন্ম বৃত্তান্ত যা নিয়ে তারা তোমার সাথে তর্ক করে। (সূরা মরিয়ম, আয়াত ১৬ থেকে ৩০)

এতো কিছু পরেও খৃষ্টানরা ঈসাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে বিশ্বাস করে, আর নাস্তিকেরা মরিয়মকে অ-স্ত্রীর অপবাদ দেয়। এদিকে গাছের ভেতরে আশ্রয় গ্রহনকারী পয়গাম্‌বর হজরত জাকারিয়াকে অবিশ্বাসীরা তখনই করাত দিয়ে গাছ সহ কেটে দু-টুকরো করে ফেলেছিল।

চলবে-